দৈনিক খবর
তারিখ 15 AUG 1999
পৃষ্ঠা 17

৩০ জন ছাত্রদল কর্মী আহত

আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে শিবিরের হামলা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলায় গত রোববার রাতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কমপক্ষে ৩০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। আহতদের অনেকের হাতে-পায়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং তিনজনের অবস্থা মারাত্মক। আহতদের মধ্যে ১৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত রোববার রাত প্রায় দু'টায় ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থক একদল যুবক একটি ট্রাকে করে এসে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলে হামলা চালায়। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এ হামলা চালালে হোস্টেলের প্রায় ৩০ জন ছাত্র আহত হয়। আহতরা সকলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মী এবং হামলাকালে তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। গভীররাতে শিবিরের সশস্ত্র যুবকরা বাঁশি বাজিয়ে অকস্মাৎ চাইনিজ কুড়াল, দা, লোহার রডসহ হামলা চালায়।

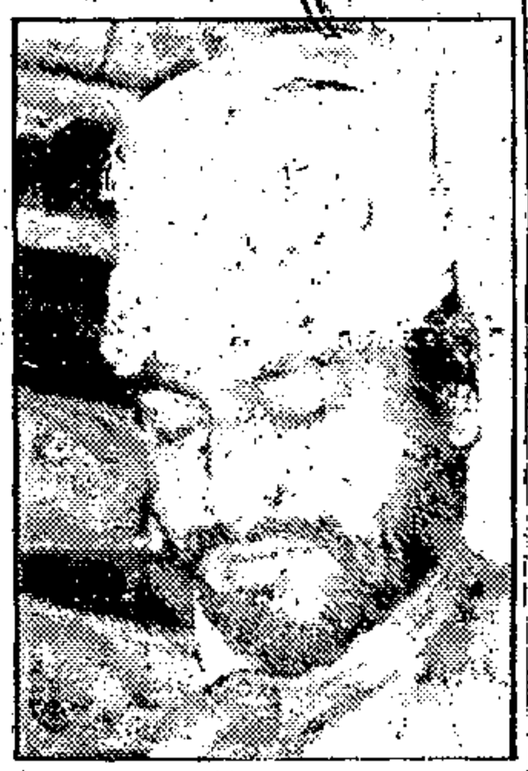

ছাত্র-শিবিরের হামলায় আহত আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদলের সভাপতি ইসলাম সিরাজ —খবর

হামলায় আহত ১৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, গোলজার হোসেন ও তারেক আহমেদের অবস্থা মারাত্মক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রায় এক ঘন্টা যাবত এ হামলা চলে এবং পরে পুলিশ হোস্টেলে প্রবেশ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এ ব্যাপারে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে।

ছাত্রদল বলেছে—

ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর শিবিরের

৭-এর পাতায় দেখুন

আলিয়া মাদ্রাসায় শিবিরের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মর্মান্তিক হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বলেছে, জামায়াত-শিবিরসহ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির কর্মকাণ্ড শুধু অমানবিক নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

হামলার প্রতিবাদে গতকাল সকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'মধুর কেন্টিনের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে একথা বলা হয়।

সমাবেশে বলা হয়, ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর এ নারকীয় হামলা জামায়াত-শিবির চক্রের '৭১-এর বর্বরতাকেই তুলে ধরে। সমাবেশে শিবিরের নীলনক্সা সম্পর্কে সকলকে সজাগ থাকার আহবান জানানো হয়।

সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সহসভাপতি এনামুল হক আযাদ ও প্রধান সম্পাদক এস এম আবদুল হামিদ এক বিবৃতিতে গত রোববার রাতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত অবস্থায় ছাত্রদের উপর ছাত্র শিবিরের (শামসু-আমিন) হামলায় ২০/২৫ জন ছাত্র গুরুতর আহত হওয়ার তীব্র নিন্দা করেছেন। তারা বলেন, জামায়াত-শিবিরের ফ্যাসীবাদী শক্তি 'হেদায়াত বাহিনী'র এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসী তৎপরতার দ্বারা তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। পবিত্র আশুরার রাতে ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী জামাত-শিবিরের গুন্ডাদের এই ঘৃণ্য হামলা নতুন কিছু নয়। কিছুদিন পূর্বেও তারা পবিত্র শবেবরাতের রাত্রে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় হামলা করে বেশ কিছু-সংখ্যক ছাত্রকে আহত করে।

শিবির বলেছে—

ইসলামী ছাত্র শিবির বলেছে, আলিয়া মাদ্রাসার হোস্টেলের কিছুসংখ্যক সিট একটি সংগঠন দীর্ঘদিন জবর-দখল করে রাখে। তারা বিভিন্ন সময় শিবিরের পোস্টার ও দেয়ালিকা ছিঁড়ে ফেলে। গত রোববার একজন শিবির কর্মী তার বরাদ্দপ্রাপ্ত কক্ষে গেলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। প্রহৃত শিবির কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়ে ১৪ জন শিবির কর্মী আহত হয়। পরে পুলিশ শিবির কর্মীসহ ৮৩ জনকে গ্রেফতার করে বলে শিবিরের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন, সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান এক বিবৃতিতে বলেন, গত রোববার গভীররাতে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নিরীহ নেতা কর্মীদের উপর জামায়াত সমর্থিত ইসলামী ছাত্র শিবিরের ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাবাহিনী অতর্কিত বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আমাদের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, গুলজার, দিলান, মোমেন, নোমান, আলমসহ ১৫ জন নেতা-কর্মীকে গুরুতর জখম করে। তারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম থেকে কতিপয় খুনীকে ভাড়াটিয়া হিসেবে এনে এই বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত করে। ধর্মের নামে রাজনীতি করার অজুহাতে এই বর্বর, ঘাতক, ফ্যাসিষ্ট শক্তি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় যে হত্যা-সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, তা সত্যিই আশঙ্কাজনক। এই ধর্ম ব্যবসায়ী চক্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এই ঘাতক বর্বর শক্তি যেভাবে হিংস্র হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কায়দায় তারা একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিচ্ছে- তাতে '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সংগঠনটির ঘৃণ্য ভূমিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।